গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
পলিসি শাখা
www.ictd.gov.bd

জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১৮-এর আওতায় গৃহীত কর্ম-পরিকল্পনাসমূহের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কমিটি'র ৪র্থ সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	: খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম মন্ত্রিপরিষদ সচিব
সভার তারিখ	: ০৪ মার্চ ২০২১
সভার সময়	: সকাল ১১:০০ ঘটিকা
মাধ্যম	: অনলাইন জুম প্ল্যাটফর্ম
উপস্থিতি	: পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে সিনিয়র সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ তাঁর প্রারম্ভিক বক্তব্য প্রদান করেন। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (আইসিটি অনুবিভাগ) ও কমিটির সদস্য-সচিব জনাব রীনা পারভীন জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১৮-এর রূপকল্প, উদ্দেশ্য ও কৌশলগত বিষয়সমূহ সভাকে অবহিত করেন। তিনি বলেন, এ নীতিমালায় কর্ম-পরিকল্পনার করণীয় বিষয়সমূহ ৩৪৩টি স্বল্প মেয়াদে, ২৬৯টি মধ্য মেয়াদে ও ৪৩টি দীর্ঘমেয়াদে চলমান থাকবে যা ২০৪১ সালের মধ্যে অর্জন/বাস্তবায়ন করতে হবে। অত:পর তিনি সভাকে অবহিত করেন যে, জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১৮-এর আওতায় গৃহীত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্পর্কিত গত ২৬/১১/২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী ইতিপূর্বে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থায় প্রেরণ করা হয়েছে। গৃহীত সিদ্ধান্তে কোনো সংশোধনী না থাকলে দৃঢ়ীকরণ করা যেতে পারে।

০২। স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন যে, ৩য় সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্ত-৭ (গ) -এ উল্লিখিত লাইসেন্স ইস্যুর বিষয়টি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় বিধায় সিদ্ধান্তটির বাস্তবায়নে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে দায়িত্ব প্রদান করা যেতে পারে। স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রতিনিধির প্রস্তাবের আলোকে গত ২৬.১১.২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত 'জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১৮' এর আওতায় গৃহীত কর্ম-পরিকল্পনাসমূহের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কমিটি'র ৩য় সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্ত-৭ (গ) -এ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পরিবর্তে বিডাকে অন্তর্ভুক্ত করে কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

৩. সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী আইসিটি বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (আইসিটি অনুবিভাগ) বিগত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা থেকে প্রাপ্ত জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১৮-এর কর্ম-পরিকল্পনাভিত্তিক করণীয় বিষয়সমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন এবং জনাব সামি আহমেদ, পলিসি এ্যাডভাইজার, এলআইসিটি প্রকল্প আইসিটি বিভাগ কর্তৃক প্রণীত ন্যাশনাল পোস্ট কোভিড-১৯ আইসিটি রোডম্যাপ সভায় উপস্থাপন করেন।

৪. সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১.	জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা, ২০১৮ সংশোধন	জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা, ২০১৮ সংশোধনের লক্ষ্যে ২২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা হতে মতামত পাওয়া গিয়েছে। জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১৮ সংশোধনের লক্ষ্যে গঠিত ওয়ার্কিং কমিটি প্রাপ্ত মতামতসমূহ নিয়ে ৩টি সভা করেছে এবং ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক কোর কমিটি গঠন করা হয়েছে। জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা, ২০১৮ সংশোধনের লক্ষ্যে গঠিত কোর কমিটি সংশোধিত নীতিমালার ১ম খসড়া তৈরি করেছে। খসড়াটির উপর মতামত গ্রহণ করে বিদ্যমান নীতিমালার সংশোধনী চূড়ান্ত করা হবে।	জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা, ২০২১ এর খসড়া দ্রুততম সময়ের মধ্যে চূড়ান্ত করতে হবে।	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
২.	বাংলাদেশ জাতীয় ডিজিটাল আর্কিটেকচার (বিএনডিএ) সংক্রান্ত আলোচনা	বাংলাদেশ জাতীয় ডিজিটাল আর্কিটেকচার (BNDA)- সম্পর্কে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল সফটওয়্যার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান বেসিস এর মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত প্রোগ্রামার ও সরকারি কর্মকর্তাদের বিএনডিএ ও ব্লকচেইন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ সাইবার অনলাইন ম্যাগাজিনে বিএনডিএ বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত বিসিসি'র সমন্বয়ে BNDA-এর বিষয়ে ০৮টি কর্মশালা করা হয়েছে। আরও ০৭টি কর্মশালা আয়োজন করা হবে। সভাপতি BNDA-এর বিষয়ে প্রচার কার্যক্রম অব্যাহত রাখার উপর গুরুত্বারোপ করেন।	বাংলাদেশ জাতীয় ডিজিটাল আর্কিটেকচার (BNDA)- বিষয়ে প্রচার কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং বিসিসি
৩.	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর	Household Income & Expenditure-এর তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ করার বিষয়ে অগ্রগতি সভায়	Household Income & Expenditure Survey ১৭তম রাউন্ডের	সচিব, পরিসংখ্যান ও

	তথ্য হালনাগাদকরণ	উপস্থাপন করা হয়। সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ জানান যে, ২০২০-২১ অর্থবছরের RADP তে ২.১৮ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে। আগামী জুলাই/২০২১ হতে জরিপের কার্যক্রম শুরু করা হবে। জুন/২০২২ এর মধ্যে ডাটা সংগ্রহের কাজ সম্পন্ন হবে। Household Income & Expenditure এর ডাটা সংগ্রহের পর তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে ডিসেম্বর/২০২২ এর মধ্যে ডাটা প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে। সভাপতি এ কাজে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দ্রুততম সময়ের মধ্যে ডাটা সংগ্রহ ও প্রতিবেদন প্রকাশ সম্পন্ন করতে সদয় নির্দেশনা প্রদান করেন।	ডাটা সংগ্রহের কার্যক্রম তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে জুন/২০২২ এর মধ্যে ডাটা সংগ্রহ সম্পন্ন করে ডিসেম্বর/২০২২ এর মধ্যে প্রাথমিক ডাটা সংগ্রহ প্রতিবেদন প্রকাশ নিশ্চিত করতে হবে।	তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
৪.	জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১৮-এর কর্ম-পরিকল্পনা ভিত্তিক করণীয় বিষয়সমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ	সভায় জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১৮-এর কর্ম-পরিকল্পনা ভিত্তিক করণীয় বিষয়সমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন নিয়ে আলোচনা হয়। জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২০ কোয়ার্টারে ৩৬টি ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ও অক্টোবর-ডিসেম্বর/২০২০ কোয়ার্টারে ৩৯টি ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। এ পর্যন্ত জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২০ কোয়ার্টারে ১৫টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনের উপর ফলাবর্তক প্রদান করা হয়েছে। সভাপতি জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১৮-এর কর্ম-পরিকল্পনা ভিত্তিক করণীয় বিষয়সমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন যথাসময়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগে প্রেরণের জন্য সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে সদয় নির্দেশনা প্রদান করেন।	জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১৮-এর কর্ম-পরিকল্পনা ভিত্তিক করণীয় বিষয়সমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন যথাসময়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ

৫.	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে রিপোর্ট দাখিলের জন্য সফটওয়্যার/ ট্র্যাকার প্রস্তুতকরণ	সভায় জানানো হয় যে, এটুআই কর্তৃক জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১৮ এর কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতির পরিবীক্ষণ ড্যাশবোর্ডের ডিজাইন তৈরি করে মোবাইল গেইম ও এ্যাপ্লিকেশন এর দক্ষতা প্রকল্পের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। সিনিয়র সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ জানান যে, দ্রুততম সময়ে ড্যাশবোর্ড তৈরি করে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের রিপোর্ট প্রদর্শন করা সম্ভব হবে।	জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১৮ এর কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতির পরিবীক্ষণ ড্যাশবোর্ড প্রস্তুতের কাজ দ্রুত শেষ করতে হবে।	এটুআই প্রোগ্রাম এবং মোবাইল গেইম ও এ্যাপ্লিকেশন এর দক্ষতা উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প
৬.	আইসিটি ও ডিজিটাল নিরাপত্তা-বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল এবং ডিজিটাল ল্যাব	সভাকে অবহিত করা হয় যে, গত ১৩/১২/২০২০ তারিখে সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) এবং যুগ্মসচিব (ই-সার্ভিস ও গভর্নেন্স অধিশাখা) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ আইটি এক্সপার্টবৃন্দসহ বিসিসি এর প্রশিক্ষণ ল্যাবসমূহ পরিদর্শন করেছেন। পরিদর্শন শেষে সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) টিম সহ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এর সাথে মত বিনিময় করে প্রশিক্ষণ ল্যাব ও ডিজিটাল ল্যাবগুলোর আধুনিকায়ন করারও পরামর্শ প্রদান করেছেন।	বিসিসি'র আইসিটি ও ডিজিটাল নিরাপত্তা-বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল এবং ডিজিটাল ল্যাবগুলো আরও আধুনিকায়ন করতে হবে।	বিসিসি
৭.	সেবা সহজিকরণ/ডিজিটাল সেবা/ই-সেবা পদ্ধতিতে সেবা প্রদান	(ক) সরকার নাগরিকদের দৌরগোড়ায় সেবা পৌছে দেয়ার জন্য বিভিন্ন সেবা চালু করেছে। এরই মধ্যে বেশ কিছু সেবা ডিজিটাল করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এটুআই কর্তৃক প্রায় ৭০০০ (সাত হাজার) সেবা চিহ্নিত করা হয়েছে, যার মধ্যে প্রায় ২৫০০ (আড়াই হাজার) নাগরিক কেন্দ্রিক সেবা। অবশিষ্ট সেবাগুলো মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা/প্রাতিষ্ঠানিক ও অভ্যন্তরীণ সেবা। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা হতে ডিজিটাল সেবা প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এতে দেখা যায় একই ধরণের সেবা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/	(ক) বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থা হতে প্রয়োগযোগ্য (Replicable) ডিজিটাল সেবা/ই-সেবার তালিকা সংগ্রহ করতে হবে। যা পরবর্তীতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ই-সার্ভিস কমিটিতে উপস্থাপন করবে।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল

		দপ্তর/সংস্থা হতে পৃথক পৃথকভাবে ডিজিটাল করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এতে সরকারি অর্থের অপচয় হচ্ছে। তাই ইতোমধ্যে প্রয়োগযোগ্য (Replicable) ডিজিটাল সেবা/ই-সেবা চিহ্নিত করে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল জিআরপির মাধ্যমে ৯ (নয়)টি মডিউলে ২১টি সেবা ডিজিটাল করেছে। এই ডুপ্লিকেশন দুর করার জন্য এছাড়াও মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় প্রয়োগযোগ্য (Replicable) ডিজিটাল সেবা/ই-সেবা আছে কি-না তা চিহ্নিত করা যেতে পারে। তবে এ সংক্রান্ত কোন চ্যালেঞ্জ থাকলে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার-এর নেতৃত্বে গঠিত ই-সার্ভিস কমিটিতে তা উপস্থাপন করবে।		
		(খ) সভায় অটোমেশন কার্যক্রম বিষয়ে আলোচনা করা হয়। গত ০৭ জানুয়ারি/২০২১ সিসিআইএন্ডই ও সোনালী ব্যাংকের মধ্যে অনলাইন চুক্তি স্বাক্ষর হওয়ার পর সোনালী পেমেন্ট অনলাইন সেবা চালু হয়েছে। সিসিআইএন্ডই এর ৫৩টি সেবার মধ্যে ১৬টি সেবা সম্পূর্ণভাবে অনলাইনে চালু হয়েছে। অবশিষ্ট ৩৭ টি সেবা শীঘ্রই অনলাইনে চালু হবে। আরজেএসসি এর ফিস গ্রহণ এর Online Payment Gateway চলমান রয়েছে এবং মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস এর 'নগদ' ও 'বিকাশ' এর মাধ্যমে ফিস গ্রহণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সভায় নির্ধারিত সময়ে অটোমেশন কার্যক্রম সম্পন্নের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	(খ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অটোমেশন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
		(গ) সভাকে অবহিত করা হয় যে, বিডা হতে ট্রেড লাইসেন্স ইস্যুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রজ্ঞাপন	(গ) বিডা থেকে ট্রেড লাইসেন্স ইস্যুর উদ্যোগ নিতে হবে। ট্রেড লাইসেন্স	স্থানীয় সরকার বিভাগ ও বিডা

		জারির ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তবে ট্রেড লাইসেন্স সংক্রান্ত ফি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত অ্যাকাউন্টে জমা করতে হবে।	সংক্রান্ত ফি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত অ্যাকাউন্টে জমা করতে হবে। স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রজ্ঞাপন জারির ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	
		(ঘ) সভাকে অবহিত করা হয় যে, রেলওয়ের টিকেট অনলাইনে প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সচিব, রেলওয়ে মন্ত্রণালয় জানান যে, মহামারির সময় রেলওয়ের সকল টিকিট অনলাইনে প্রদান করা হয়েছিল। তবে বর্তমানে যাত্রীদের চাহিদার প্রেক্ষিতে ৫০ শতাংশ টিকিট অনলাইনে এবং ৫০ শতাংশ সরাসরি বিক্রি করা হচ্ছে। সভায় রেলওয়ের অনলাইন টিকেট বিক্রয় চলমান রাখার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ঘ) রেলওয়ে টিকেট যথাসম্ভব অনলাইনে বিক্রয়ের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	বাংলাদেশ রেলওয়ে মন্ত্রণালয়
		(ঙ) সভায় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনলাইন সেবার অগ্রগতি উপস্থাপন করা হয়। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জানান যে, কোভিড কালীন সময়ে তাঁর মন্ত্রণালয় থেকে মা টেলিহেলথ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল। এছাড়াও ভিজিডি প্রোগ্রাম, ল্যাকটেটিং মাদার প্রোগ্রাম MIS এর মাধ্যমে ও ম্যাটারনিটি এ্যালাউন্স অনলাইনে প্রদান করা হচ্ছে ও ক্রমান্বয়ে অন্য ভাতা, কর্মসূচিগুলিও অনলাইনের আওতায় আনা হবে। সভাপতি সকল সেবা অনলাইনের আওতায় আনার নির্দেশ প্রদান করেন।	(ঙ) সকল সেবা অনলাইনের আওতায় আনতে হবে।	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
		(চ) সভায় কোভিড-১৯ সময়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, আইসিটি বিভাগ ও এটুআই কর্তৃক গৃহীত অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রমের অগ্রগতি উপস্থাপন করা হয়। কোভিড-১৯	(চ) ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা কার্যক্রম সচল রাখার জন্য অনলাইনে পাঠদান ও পরীক্ষা গ্রহণ কার্যক্রম	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ

		সময়ে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা কার্যক্রম সচল রাখার জন্য ৫ হাজারেরও বেশি ডিজিটাল ক্লাস ফেইসবুক এবং সংসদ টেলিভিশনে প্রচার করা হয়েছে। এছাড়া, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, এটুআই এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে ২৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনলাইন ক্লাস ও পরীক্ষা গ্রহণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে এবং অদ্যাবধি ৮,৭৬৫ জন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী প্লাটফর্মটিতে সংযুক্ত রয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিদ্ধান্ত মোতাবেক অনলাইনে পরীক্ষা গ্রহণের লক্ষ্যে ১২ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। অনলাইন পরীক্ষা গ্রহণে সম্ভাব্য ঝুঁকি ও সমস্যা এবং পরীক্ষা গ্রহণের প্রস্তুতির উপর মতামতসহ অনলাইন পরীক্ষা গ্রহণের বিষয়ে কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।	অব্যাহত রাখতে হবে।	শিক্ষা বিভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর এবং এটুআই
৮.	ভূমি রেকর্ড ও রেজিস্ট্রেশন ব্যবস্থার ডিজিটাইজেশন	সভাকে অবহিত করা হয় যে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক সাব-রেজিস্ট্রি অফিস হতে দলিলের কপি এবং এলটি নোটিশের কপি প্রাপ্তির পর নামজারি কার্যক্রমসহ রেকর্ড সংশোধনের সিদ্ধান্তের অনুবৃত্তিক্রমে সাভার উপজেলায় পাইলটিং শুরু হয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় কিছু সীমাবদ্ধতা থাকায় এ দুটি বিষয়ে ইন্টিগ্রেশন করা সম্ভব হয়নি। এ সকল সীমাবদ্ধতা দূর করাসহ তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ই-মিউটেশনের সাথে রেকর্ড সংশোধনের বিষয়টি ইন্টিগ্রেশন করে শীঘ্রই পাইলটিং এর কাজটি সম্পন্ন করা হবে। পাইলটিং সফল হলে পরবর্তীতে সারা দেশে দলিলের কপি এবং এলটি নোটিশ প্রাপ্তির পর নামজারিসহ রেকর্ড সংশোধনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	(ক) রেকর্ড সংশোধন এবং ওয়ারিশের মাধ্যমে যে মিউটেশন হবে তা নিশ্চিত করতে হবে। (খ) তৃতীয় লিঙ্গের নাগরিকদের জমির/ সম্পত্তির মালিকানার ক্ষেত্রে অন্য কোন সম্প্রদায়ের কোন আবেদন পাওয়া গেলে সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ ব্যবস্থা নিবেন।	ভূমি মন্ত্রণালয় আইন ও বিচার বিভাগ

		সভাপতি বলেন, তৃতীয় লিঙ্গের নাগরিকদের উত্তরাধিকারসূত্রে জমির মালিকানা মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে উল্লেখ রয়েছে। তবে অন্য কোন সম্প্রদায়ের এ সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট/সুস্পষ্ট আইন না থাকলে সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন মর্মে তিনি নির্দেশ প্রদান করেন।		
৯.	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সেক্টরে উৎপাদন বৃদ্ধি ও চাহিদা নিরূপণ।	সভায় জানানো হয় যে, মৎস্য গবেষণা ও জরিপ জাহাজ "আর ভি মীন সন্ধানী" বঙ্গোপসাগরে ২০০ মিটার গভীরতার মধ্যে ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত ২৫টি সার্ভে ক্রুজ পরিচালনা করেছে। এ জাহাজের ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ০৯টি সার্ভে ক্রুজ পরিচালনার পরিকল্পনা রয়েছে। জুন/২০২১ এর মধ্যে ০৫টি সার্ভে ক্রুজ সম্পন্ন করার পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়া, ২০২১ সালে নরওয়ের জাহাজ দ্বারা সার্ভে করার পরিকল্পনা রয়েছে। সভাপতি বলেন যে, বাংলাদেশের সমুদ্র সীমানায় মৎস্য সম্পদ সংক্রান্ত তথ্য হালনাগাদকরণের লক্ষ্যে ইন্টারন্যাশনাল এক্সপার্টদের সহযোগিতায় নতুন করে জরিপ করতে হবে। এ পর্যন্ত যে জরিপ করা হয়েছে তার একটি মানসম্মত জরিপ প্রতিবেদন প্রকাশ করতে হবে, যেটি বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের একটি অসামান্য দলিল হিসেবে পরিগণিত হবে।	ইন্টারন্যাশনাল এক্সপার্টদের সহযোগিতায় সার্ভে করতে হবে। এ পর্যন্ত সম্পাদিত জরিপের একটি মানসম্মত জরিপ প্রতিবেদন প্রকাশ করতে হবে যা বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের একটি অসামান্য দলিল হিসেবে পরিগণিত হবে।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
১০.	বিচার বিভাগীয় তথ্য বাতায়ন ও কজলিস্ট	বিচার বিভাগীয় বাতায়ন ও কজলিস্টের ১ম ভার্সন এর মাধ্যমে ১,৮৬২টি নিম্ন আদালতে আইনী সেবা প্রদান করা হচ্ছে। সফটওয়্যারটি অধিকতর ব্যবহারবান্ধব করার লক্ষ্যে বিচার বিভাগীয় বাতায়ন ও কজলিস্ট সম্প্রসারণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ দু'টি কার্যক্রমের ২য় ভার্সন ডিসেম্বর/২০২১ এর মধ্যে সম্পন্ন	বিচার বিভাগীয় বাতায়ন ও কজলিস্ট সম্প্রসারণ কার্যক্রম ডিসেম্বর ২০২১ এর মধ্যে সম্পন্ন এবং কজলিস্ট ব্যবহারবান্ধব করতে হবে।	আইন ও বিচার বিভাগ এবং এটুআই প্রোগ্রাম

		করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। অনলাইন কজলিস্ট ব্যবহারের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমও শুরু করা হয়েছে। এছাড়া, জুডিসিয়াল ড্যাশবোর্ডের কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে যা শীঘ্রই উদ্বোধন করা হবে। জুডিসিয়াল ড্যাশবোর্ড ব্যবহারের বিষয়ে ৩৫২ জন বিচারককে ToT প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সভায় কজলিস্ট আরো ব্যবহারবান্ধব করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।		
১১.	ই-নথি সিস্টেম বাস্তবায়ন/ নথি বিনষ্টকরণ	ই-নথি উন্নয়ন, সিস্টেমের গতি বৃদ্ধি এবং সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বিসিসি-এর সহায়তায় ফোর টায়ার ডাটা সেন্টারে গত ১৭-০২-২০২১ তারিখ পর্যন্ত ৮২০০টি দপ্তরের নথি স্থানান্তরিত হয়েছে। আরও ৩৫০০টি দপ্তরকে ই-নথি কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্তকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।	ই-নথি উন্নয়ন কার্যক্রম দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করতে হবে। ৩৫০০টি দপ্তরকে অবিলম্বে ই-নথি কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্তকরণের কাজ সম্পন্ন করতে হবে।	এটুআই প্রোগ্রাম এবং সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ
১২.	ডিজিটাল নিরাপত্তা	ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ ও বিটিআরসিকে নিয়ে সভা করেছে এবং স্ক্রিনিং এর বিষয়টি আলোচিত হয়েছে।	স্ক্রিনিং এর বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দাখিল করতে হবে।	ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং বিটিআরসি
১৩.	একক আইডি ব্যবহার	ইউনিক আইডি ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়ে ০৩ মার্চ/২০২১ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে যে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে, সে সভার সিদ্ধান্ত দ্রুত বাস্তবায়ন করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।	ইউনিক আইডি ব্যবহারের বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহকে নিয়ে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
১৪.	ন্যাশনাল পোস্ট কোভিড ১৯ আইসিটি রোডম্যাপ	জনাব সামি আহমেদ, পলিসি এডভাইজার, এলআইসিটি প্রকল্প সভাকে জানান যে, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক কোভিড ১৯ মোকাবেলায় বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের সকল সেক্টরে কোভিড ১৯	ন্যাশনাল পোস্ট কোভিড ১৯ আইসিটি রোডম্যাপের বিষয়ে নেতৃত্বদানকারী মন্ত্রণালয় ও পাশাপাশি বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য	সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং আইসিটি বিভাগ

		এর প্রভাব এবং এ থেকে উত্তরণের কর্মপন্থা নির্ধারণের লক্ষ্যে ন্যাশনাল পোস্ট কোভিড ১৯ আইসিটি রোডম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে। এ রোডম্যাপে ১৬টি বিষয় বাস্তাবয়নের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এ সকল বিষয় বাস্তবায়নের নেতৃত্বদানকারী মন্ত্রণালয় ও পাশাপাশি বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য সহযোগি সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নেতৃত্বে আলোচনা সভা/কর্মশালা আয়োজন করে রোডম্যাপ বাস্তবায়নের কর্মপন্থা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। সিনিয়র সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন।	সহযোগি সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নেতৃত্বে আলোচনা সভা/কর্মশালা আয়োজন করতে হবে।	
১৫.	বিবিধ	সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় প্রদত্ত ভাতা/অনুদান কার্যক্রমের দ্রুততা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও কার্যকর সমন্বয় নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এ সকল ভাতা সমন্বিতভাবে CAMS সফটওয়্যারের মাধ্যমে প্রদানের বিষয়ে জনাব এন এম জিয়াউল আলম পিএএ, সিনিয়র সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ অনুরোধ জানান।	সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় প্রদত্ত সকল ভাতা/অনুদান কার্যক্রম সমন্বিতভাবে CAMS সফটওয়্যারের মাধ্যমে প্রদানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ উদ্যোগ গ্রহণ করবে।	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ

৫. সভায় আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২১/৩/২০২১

(খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম)
মন্ত্রিপরিষদ সচিব
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
ও
সভাপতি
জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা, ২০১৮
এর আওতায় গৃহীত কর্ম-পরিকল্পনাসমূহের বাস্তবায়ন
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কমিটি